Ramakrishna Vivekananda Mission
Model Answer for Special Exam -- 2020
Class :- VII   Subject -- Sanskrit   F.M. – 100

---

১) বঙ্গানুবাদ করো (যে কোনো দুটি) :- **2×5 = 10**

ক) পুরা অযোধ্যায়াং দশরথো নাম নৃপতিঃ অস্তিস্ম । তস্য তিস্রঃ ভার্য্যাঃ চত্বারশ্ব পুত্রাঃ সন্তি স্ম । রামঃ নৃপস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ । ভরতঃ লক্ষণঃ শত্রুঘ্নশ্চ রামমনুজাতাঃ । তে তু সর্বে বীরাঃ ধার্মিকাঃ শাস্ত্রতাশ্চ সন্তি স্ম ।

উঃ- <u>বঙ্গানুবাদ-</u>

পুরাকালে অযোধ্যাতে দশরথ নামে রাজা ছিলেন । তাঁর তিন পত্নী এবং চার পুত্র ছিল । রাম রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র । ভরত , লক্ষণ এবং শত্রুঘ্ন রামের ছোট ভাই । তাঁরা কিন্তু সবাই বীর , ধার্মিক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ।

খ) সমীরঃ ধীরে প্রবহতি । বিহগাঃ বৃক্ষেষু মধুরং কূজন্তি । তে খাদ্যান্বেষণয় কুলায়ং ত্যজন্তি । সরোবরে কমলানি বিকসন্তি । পুষ্পেষু ভ্রমরাঃ সুমিষ্টং মধু আহরন্তি গুঞ্জন্তি চ । হংসাঃ জলে সঞ্চরন্তি ।

উঃ- <u>বঙ্গানুবাদ-</u>

বাতাস ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে । পাখিরা গাছে গাছে মধুর সুরে ডাকছে । তারা খাদ্যের খোঁজে বাসা ত্যাগ করছে । সরোবরে পদ্ম গুলি ফুটে আছে । ফুলে ফুলে মৌমাছিরা সুমিষ্ট মধু আহরণ করছে এবং গুঞ্জন করছে । হাঁসেরা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ।

গ) দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোহপি সন্ । মনিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ।।

উঃ- <u>বঙ্গানুবাদ-</u>

বিদ্যার দ্বারা অলংকৃত হলেও দুর্জন ব্যক্তিকে সর্বদাই পরিত্যাগ করা উচিত । মণি দ্বারা যতই ভূষিত হোক না কেন সাপ কি ভয়ঙ্কর নয় ?

২) ক) সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদে (✓) চিহ্ন দাও :- **1×6 = 6**

i) প্রাতরিদং = প্রাতঃ + রিদং / প্রাতঃ + ইদং ✓ ।

ii) কার্যমারভন্তে = কার্যম্ + আরভন্তে ✓ / কার্য + মারভন্তে ।

iii) বিদ্যার্জনং = বিদ্যা + জনং / বিদ্যা + অর্জনং ✓ ।

iv) অতীব = অতী +ইব / ✓ অতি + ইব ।

v) বানরস্তদা = ✓ বানরঃ + তদা / বানর + তদা ।

vi) রামমনুজাতাঃ = রাম + মনুজাতাঃ / ✓ রামম্ + অনুজাতাঃ ।

খ) সঠিক কারক বিভক্তিতে (✓) চিহ্ন দাও :- **1×5 = 5**

i) অযোধ্যায়াম্ - কর্মে দ্বিতীয়া / ✓ অধিকরণে সপ্তমী ।

ii) পালনায় - করণে তৃতীয়া / ✓ নিমিত্তার্থে চতুর্থী ।

iii) ব্যজনেন - ✓ করণে তৃতীয়া / অপাদানে পঞ্চমী ।

iv) অস্মাকং - সম্বোধনে প্রথমা / ✓ সম্বোধনে ষষ্ঠী ।

v) বিহগাঃ - ✓ কর্তৃকারকে প্রথমা / সম্বোধনে প্রথমা ।

২) গ) সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয়ে (✓) চিহ্ন দাও :- **1×6 = 6**

i) পঠন্তি = √পঠ্ + লট্ তি / ✓ √পঠ্ + লট্ অন্তি ।

ii) প্রবহতি = ✓ প্র-√বহ্ লট্ তি / প্র-√বহ লৃট্ তি ।

iii) তিষ্ঠতি = √দা + লট্ তি / ✓ √স্থা + লট্ তি ।

iv) অস্তি = ✓ √অস্ + লট্ তি / অ-√অস্ + লট্ তি ।

v) শ্রুত্বা = √শ্রু + ক্ত / ✓ √শ্রু + ক্ত্বাচ্ ।

vi) উপবিশতি = উ-√পবিশ্ + লট্ তি / ✓ উপ-√বিশ্ + লট্ তি ।

ঘ) সঠিক অর্থে (✓) চিহ্ন দাও :- **1×5 = 5**

i) অঞ্জনস্য = চোখের কাজল / চোখের কাজলের ✓ ।

ii) নিকষা = নিকটে ✓ / নিকট থেকে ।

iii) উড্ডীয় = উড়ে গেল / উড়ে ✓ ।

iv) কুসুমানি = ফুল দুটি / ফুলগুলি ✓ ।

v) অনলঃ = আগুন ✓ / বাতাস ।

ঙ) শুদ্ধ উত্তরে (✓) চিহ্ন দাও :- 1×5 = 5

i) জননি / জননী ✓ ।

ii) তরণ্যৌ ✓ / তরন্যৌ ।

iii) লচোনে / লোচনে ✓ ।

iv) খেত্রম্ / ক্ষেত্রম্ ✓ ।

v) পঞ্চ ✓ ফলানি / পঞ্চানি ফলানি ।

চ) সঠিক শব্দরূপে (✓) চিহ্ন দাও :- 1×7 = 7

i) ‘পিতৃ’ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন – পিতৃভ্যঃ / পিতৃভিঃ ✓ ।

ii) ‘গো’ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন – গাম্ ✓ / গবা ।

iii) ‘অস্মদ্’ শব্দের প্রথমার দ্বিবচন – আবাম্ ✓ / আবয়োঃ ।

iv) ‘নদী’ শব্দের সপ্তমীর বহুবচন – নদীনাম্ / নদীষু ✓ ।

v) ‘মুনি’ শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচন – মুনী ✓ / মুনি ।

vi) 'লতা' শব্দের সপ্তমীর একবচন – লতায়াম্ / লতাসু ।

vii) 'ফল' শব্দের পঞ্চমীর বহুবচন – ফলাৎ / ফলেভ্যঃ ।

ছ) সঠিক ধাতুরূপে (✓) চিহ্ন দাও :- **1×6 = 6**

i) √দৃশ্ লৃট্ প্রথম পুরুষ বহুবচন – দ্রক্ষ্যতি / দ্রক্ষ্যন্তি ।

ii) √স্থা লট্ মাধ্যম পুরুষ দ্বিবচন – তিষ্ঠথঃ / তিষ্ঠথ ।

iii) √বদ্ লঙ্ উত্তম পুরুষ একবচন – অবদৎ /অবদম্ ।

iv) √ভূ লৃট্ প্রথম পুরুষ দ্বিবচন – ভবিষ্যথঃ / ভবিষ্যতঃ ।

v) √গম্ লঙ্ প্রথম পুরুষ একবচন – অগচ্ছৎ / অগচ্ছতাম্ ।

vi) √দা লট্ মধ্যম পুরুষ বহুবচন – যচ্ছথঃ / যচ্ছথ ।

৩) নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও:- **2×10 = 20**

ক) সংস্কৃতে বচন কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ- সংস্কৃতে বচন তিন প্রকার – একবচন , দ্বিবচন , বহুবচন ।

খ) স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে ?
উঃ- যার দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদটিতে স্ত্রীজাতীয় কাউকে বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে । যেমন নদী , জননী ।

গ) বিদ্যালয়ে কতি শিক্ষকাঃ সন্তি ?
উঃ- বিদ্যালয়ে পঞ্চবিংশতিসংখ্যকাঃ শিক্ষকাঃ সন্তি ।

ঘ) কঃ নৃপস্য অঙ্গসেবকঃ অস্তি স্ম ?

উঃ- নৃপস্য অঙ্গসেবকঃ কশ্চিৎ বানরঃ অস্তি স্ম ।

ঙ) বিশেষণ পদ কাকে বলে ?

উঃ- যে পদে বিশেষ্যের দোষ , গুন , সংখ্যা , পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে । যেমন- সুন্দরঃ , পবিত্রা ।

চ) 'দীর্ঘ' এই বিশেষণ পদটির 'ঈয়স্' যুক্ত ও 'ইষ্ঠন্' যুক্ত রূপ লেখ ।

উঃ- 'দীর্ঘ' -এর ঈয়স্ যুক্ত রূপ হল 'দ্রাঘীয়স্' ।
'দীর্ঘ' -এর ইষ্ঠণ্ যুক্ত রূপ হল 'দ্রাঘীষ্ঠ' ।

ছ) দুটি সকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও ।

উঃ- i. ছাত্রঃ পুস্তকং পঠতি ।
ii. শিশুঃ দুগ্ধং পিবতি ।

জ) দুটি স্ত্রীলিঙ্গের দ্বিবচনের রূপ লেখ ।

উঃ- i. লতে
ii. নদ্যৌ

ঝ) দুটি পুংলিঙ্গের বহুবচনের রূপ লেখ ।

উঃ- i. নরাঃ
ii. পিতরঃ

ঞ) 'গচ্ছতি স্ম' এবং 'পাস্যথ' এই ক্রিয়াপদ দুটির কাল নির্ণয় করো ।

উঃ- i. গচ্ছতি স্ম = অতীত কাল
ii. পাস্যথ = ভবিষ্যৎ কাল

৪) শূন্যস্থান পূরণ করো বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে :- 1×10 = 10

ক) সিংহঃ <u>অতীব</u> বলবান্ (অব্যয় পদ) ।
খ) ত্বম্ <u>কুত্র</u> গচ্ছসি ? (অব্যয় পদ) ।
গ) অহং অন্নং <u>খাদানি</u> (ক্রিয়াপদ) ।
ঘ) যূয়ং জলং <u>পিবথ</u> (ক্রিয়াপদ) ।
ঙ) মাতুঃ <u>আদেশপালনায়</u> অসাধ্যমপি সাধয়তি স্ম (পাঠ্যপুস্তক অনুসারে) ।
চ) সূর্যঃ পূর্বস্যাং <u>দিশি</u> উদেতি (পাঠ্যপুস্তক অনুসারে) ।

ছ) <u>বিহগাঃ</u> বৃক্ষেষু মধুরং কূজন্তি (পাঠ্যপুস্তক অনুসারে) ।
জ) <u>পঞ্চবতীবনে</u> তে নিবসন্তি স্ম (পাঠ্যপুস্তক অনুসারে) ।
ঝ) বয়ম্ <u>অস্মিন্</u> বিদ্যালয়ে পঠামঃ (পাঠ্যপুস্তক অনুসারে) ।
ঞ) অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা <u>বল্মীকস্য</u> চ সঞ্চয়ম্ ।

৫) সংস্কৃতে অনুবাদ করো:- **1×10 = 10**

উঃ-

ক) ধনের থেকে বিদ্যা বড়ো → ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী ।
খ) কাব্যের মধ্যে গীতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠ → কাব্যেষু গীতাঞ্জলিঃ শ্রেষ্ঠা ।
গ) শিশু চাঁদ দেখে হাসছে → শিশুঃ চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হসতি ।
ঘ) বাবা আমাকে বইটি দিলেন → পিতা মাং পুস্তকম্ অযচ্ছৎ ।
ঙ) শিশুটি দুধ পান করবে না → শিশুঃ দুগ্ধং ন পাস্যতি ।
চ) বানরটি আম খাচ্ছে → বানরঃ আম্রং খাদতি ।
ছ) হরি সর্বদা এখানে থাকে → হরিঃ সদা অত্র তিষ্ঠতি ।
জ) ঠাকুরমা প্রত্যহ রামায়ণ পড়েন → পিতামহী প্রত্যহং রামায়নং পঠতি ।
ঝ) রাবণ সীতাকে চুরি করেছিলেন → রাবণঃ সীতাম্ অপহৃতবান্ ।
ঞ) গঙ্গা দীর্ঘতম নদী → গঙ্গা দীর্ঘতমা নদী ।

৬) দেবনাগরী অক্ষরে শ্লোকটি পূর্ণ করো - **5**

উঃ-

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥

৭) ব্যাখ্যা লেখ (উৎস, প্রসঙ্গ উল্লেখ করে) – **5**

উঃ-

<u>‘পন্ডিতোহপি বরং শত্রুর্ণ মূর্খঃ হিতকারকঃ’</u>

<u>উৎসঃ</u>- আলোচ্য অংশটি ‘সংস্কৃত ভারতী’ পুস্তক এর অন্তর্গত ‘মূর্খ বানর কথা’ নামক নীতিগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে ।

<u>প্রসঙ্গঃ-</u> মূর্খ বন্ধুর থেকে বুদ্ধিমান শত্রু যে অনেক মঙ্গলজনক তা আলোচনা আলোচনা করা হয়েছে ।

ব্যাখ্যাঃ- ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা না থাকায় মূর্খদের কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা । কাজের পরিনামের ফল ভালো না মন্দ তা বিচার না করেই মূর্খ যেকোনো কাজ করে । ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা সে কখনোই চিন্তা করে না । অনেক সময় দেখা যায় তার এই অদূরদর্শিতার জন্য অন্যের এমনকি তার অতি হিতাকাঙ্খী কারোর চরম সর্বনাশ হয় । সুতরাং কাজের ফল না ভাবলে এবং চিন্তাভাবনা করে কাজ না করলে তার ফলস্বরূপ নিজের কিংবা পরের জীবনে চরম বিপদ আসতে পারে । এই কারণেই বন্ধুত্ব করার আগে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন । যেহেতু বন্ধু বা সঙ্গীর অজ্ঞতার ফল নিজেকেও ভোগ করতে হয় । তাই সর্বদাই দূরদর্শিতাহীনকে চেষ্টা করে এড়িয়ে চলা উচিত । মূর্খ ব্যক্তি যতই হিতৈষী হোক না কেন তাকে সর্বদাই ত্যাগ করা উচিত । আবার শত্রু যদি জ্ঞানী হয় তবে সে যতই ক্ষতিকারক হোক না কেন তার দ্বারা প্রাণহানির সম্ভাবনা অন্তত থাকে না ।

আলোচ্য 'মূর্খ বানর কথা' গল্পে দেখা যায় বানরটি রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী , বিশ্বস্ত ও সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েও তার নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার জন্য রাজার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ।

অথবা

তাৎপর্য লেখ -

'কীর্তির্যস্য স জীবতি' -

উঃ-

পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় । প্রতিটি জিনিসেরই একদিন ধ্বংস অনিবার্য । মানুষও এই পৃথিবীর এক জীব । পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত মানুষ জন্মগ্রহণ করছে আবার কত মানুষ মৃত্যুবরণ করছে । জন্মের মত মৃত্যুও মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা । তাই নিকটজনের মৃত্যুকেও প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ একদিন ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে । কিন্তু যারা ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানব সমাজের জন্য মঙ্গল জনক কাজ করেন তাদের মানুষ চিরদিন স্মরণে রাখেন বিভিন্নভাবে । তাদের পুণ্যকর্ম মানুষের মনে চিরদিন জায়গা করে নেয় । মহাকবি বাল্মিকী কবে কোন যুগে জন্মেছিলেন কিন্তু তাঁর অমর কীর্তি 'রামায়ণ' কিংবা কবে কোন সুদূর অতীতে মহাকবি ব্যাসদেব 'মহাভারত' লিখেছিলেন যা আজও হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে অমর হয়ে আছে । মৃত্যুর পরেও সুকীর্তির মাধ্যমে যারা মানুষের মনে চিরদিন বেঁচে থাকেন তারাই তো মহান । যেমন- আমরা আজও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ , স্বামী বিবেকানন্দ , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাদের পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষের মঙ্গলের জন্য ।